ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

9789845101929

ভূমিস্বর্গের কবি
শামীম রেজার ৫০ বছর উদ্‌যাপন স্মারক
প্রকাশ : ৮ মার্চ ২০২১
স্বত্ব : সম্পাদক পর্ষদ
প্রকাশক : জসিম উদ্দিন
কথাপ্রকাশ
ফোন ৯৫৮১৯৪২, ০১৭৬৬৫৯০৪০৪
বাংলাবাজার শাখা
৩৮/৪ বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা ১১০০
ফোন ৯৫৮১৯৪২, ০১৭০৬৮৯৩২১০, ০১৭১৪৬৬৬৯৪৬
শাহবাগ শাখা
৮৭ আজিজ সুপার মার্কেট (৩য় তলা), শাহবাগ, ঢাকা ১০০০
ফোন ৯৬৩৫০৮৭, ০১৭০০৫৮০৯২৯
কলকাতা শাখা
বিদ্যাসাগর টাওয়ার, এ-১৪ (গ্রাউন্ড ফ্লোর)
১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট (কলেজ স্ট্রিট), কলকাতা-৭০০ ০৭৩
ফোন ০৩৩২২৪১০৪০০ (+৯১৩৩২২৪১০৪০০)
পরিবেশক
কাগজ প্রকাশন, বাড়ি-৮৫, রোড-৭/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
মূল্য : ৫০০.০০
প্রচ্ছদ : মাসুক হেলাল

BHUMISHORGER KOBI : SHAMIM REZA—50 YEARS CELEBRATION SUVENIOR
Published by Jashim Uddin
Kathaprokash, 38/4 Banglabazar, Mannan Market (2nd floor)
Dhaka 1100, Phone : 9581942, 01706893210
Published : 8 March 2021
Price : Tk. 500.00, $ 25
Email : info@kathaprokash.com, Web : www.kathaprokash.com
ISBN : 978 984 510 192 9

ঘরে বসে কথাপ্রকাশ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন
http://rokomari.com/kathaprokash; Hotline 16297

সূচিপত্র

সামগ্রিক

দেবেশ রায় ▪ নতুন গদ্য-আখ্যান, বাংলাদেশে : শামীম রেজা ▪ ১৭
তপোধীর ভট্টাচার্য ▪ শামীম রেজার কবিতা : নন্দনের নতুন সংহিতা ▪ ২৩
মুহম্মদ মুহসিন ▪ শামীম রেজার কবিতা ▪ ৩৩
মোস্তফা তারিকুল আহসান ▪ শামীম রেজার কবিতা : যেভাবে স্পর্শ করে ▪ ৪৮
পাবলো শাহি ▪ শামীম রেজার কবিতা : প্রাচীন বাংলার ইতিহাস জড়ানো, আঞ্চলিকতার বাতাবরণ ▪ ৫৬
সরোজ মোস্তফা ▪ বাংলা কবিতার মূলধারায় আস্থা রেখেছেন শামীম রেজা ▪ ৬৬
জাহিদ সোহাগ ▪ তীর্থ যাত্রার দিকে ▪ ৭৫
মামুন অর রশীদ ▪ কবিতায় শামীম রেজাকে কীভাবে চিহ্নিত করা যাবে? ▪ ৭৮

পাথরচিত্রে নদীকথা

মোস্তাক আহমাদ দীন ▪ শামীম রেজার 'পাথরচিত্রে নদীকথা' ▪ ৮৩
বনানী চক্রবর্তী ▪ শামীম রেজার কবিতা : পাথরচিত্রে হৃদয়গাথা ▪ ৮৮
তুহিন ওয়াদুদ ▪ পাথরচিত্রে নদীকথা : নদীবোধে কবিতাকথন ▪ ১০৫
এমরান কবির ▪ শামীম রেজার কবিতা : নদীময় আত্মিক আলেখ্য ▪ ১০৯
নাহিদা নাহিদ ▪ কীর্তনীয়া সুর : পাথরচিত্রে নদীকথা ▪ ১১১

নালন্দা দূর বিশ্বের মেয়ে

উৎপলকুমার বসু ▪ শামীম রেজার 'নালন্দা দূর বিশ্বের মেয়ে' ▪ ১২৫
সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম ▪ নদী ও রমণীর গল্প : শামীম রেজার 'নালন্দা দূর বিশ্বের মেয়ে' ▪ ১২৯

যখন রাত্তির নাইমা আসে সুবর্ণনগরে

আল মাহমুদ ▪ যখন রাত্তির নাইমা আসে সুবর্ণনগরে : অগ্রজের দায়িত্ববোধ থেকে শামীম রেজাকে ▪ ১৩৭
হাবিব আনিসুর রহমান ▪ যখন রাত্তির নাইমা আসে সুবর্ণনগরে ▪ ১৪১

খালেদ হোসাইন ▪ যখন রাত্তির নাইমা আসে সুবর্ণনগরে : শামীম রেজার স্বোপার্জিত নান্দনিক বিশ্বাস ▪ ১৪৫
সুমন গুণ ▪ পূর্ণতোয়ার চিরকল্লোল ▪ ১৫১
বিভাস রায়চৌধুরী ▪ অমৃত আঙুর নিয়ে যাক আগামীর বাংলায় ▪ ১৫৫
মন্দাক্রান্তা সেন ▪ এ এক আশ্চর্য কবিতায় বোনা উপকথা, মানুষী যন্ত্রণার ইতিহাস ▪ ১৫৭
জফির সেতু ▪ স্মৃতি-নিসর্গের পরিব্রাজক এবং বৃক্ষের পাঁজরে লেখা ▪ ১৬৬
ফারুক ওয়াসিফ ▪ বঙ্গে শামীম রেজা কবি : মায়া হরিণের চাষি ▪ ১৭৬
কাজী নাসির মামুন ▪ যখন রাত্তির নাইমা আসে সুবর্ণনগরে : একটি ভাষিক ও নান্দনিক পর্যালোচনা ▪ ১৮১
সারফুদ্দিন আহমেদ ▪ শামীম রেজার কবিতা পড়া যায় না ▪ ১৯০
পিয়াস মজিদ ▪ সুবর্ণজয়ন্তীতে সুবর্ণনগর ভ্রমণ ▪ ১৯৫
জব্বার আল নাঈম ▪ নব্বইয়ের উপাখ্যান ও শামীম রেজার কবিতা ▪ ১৯৮
রফিকুজ্জামান রণি ▪ কালো হরফের আলোর জোনাকি শামীম রেজা ▪ ২০৪

ব্রহ্মাণ্ডের ইসকুল

মাসুদুজ্জামান ▪ মহাকাব্যপ্রতিম দীর্ঘকবিতা ‘ব্রহ্মাণ্ডের ইসকুল’ ▪ ২১১
মুহম্মদ মুহসিন ▪ ‘ব্রহ্মাণ্ডের ইসকুল’ একটি প্রাথমিক পাঠ ▪ ২১৭
কবির হুমায়ূন ▪ শামীম রেজার ‘ব্রহ্মাণ্ডের ইসকুল’ পাঠ করতে করতে ▪ ২২৫
প্রশান্ত মৃধা ▪ শামীমের ‘ব্রহ্মাণ্ডের ইসকুল’ পাঠ ▪ ২৩২

হৃদয়লিপি

গৌতম গুহ রায় ▪ শামীম রেজা : ‘হৃদয়লিপি’তে যে শুশ্রূষার ভাষা কয় ▪ ২৪৩
রহমান মতি ▪ প্রণয়ের হৃদয়লিপি ▪ ২৪৮
হাসান নাঈম ▪ কবি শামীম রেজা ও হৃদয়লিপি ▪ ২৫২

ঋতুসংহারে জীবনানন্দ

আখতার হোসেন ▪ জীবনানন্দের ছন্দে একজন শামীম রেজা ▪ ২৫৭
পারভেজ হোসেন ▪ কবি শামীম রেজা : জীবনানন্দ ও মায়াকোভস্কির সঙ্গে ঋতুসংহারে ▪ ২৬৩
সালমা বাণী ▪ মহাকাব্যিক বিস্তার : শামীম রেজার গল্প ▪ ২৬৭
নাসিমা আনিস ▪ শামীম রেজার ‘জীবননান্দ ও মায়াকো জোছনা দেখতে চেয়েছিলেন’ ▪ ২৭৬
আফসানা বেগম ▪ জীবনানন্দের জোছনায় মায়াকোভস্কির তিরোধান ▪ ২৭৯
ষড়ৈশ্বর্য মুহম্মদ ▪ শামীম রেজার গল্প : কবির নয়, কথাশিল্পীর গল্প ▪ ২৮২
হামীম কামরুল হক ▪ ‘ঋতুসংহারে জীবনানন্দ’ ও শামীম রেজার গল্পবীক্ষা ▪ ২৮৫

স্বকৃত নোমান ▪ গল্পকার শামীম রেজা ▪ ২৯১
খোরশেদ আলম ▪ কথাসাহিত্যের শামীম রেজা ▪ ২৯৬
আনিফ রুবেদ ▪ ঋতুসংহারে জীবনানন্দ : এক জাতকবির গল্পগ্রন্থ ▪ ৩১২

সময় ও সময়ান্তরের চিত্রকল্প

মোজাফ্ফর হোসেন ▪ দেশজ সত্তার সন্ধানে শামীম রেজা ▪ ৩২১

করোটির কথকথা

রুবাইয়াৎ আহমেদ ▪ শরীরে বাঁচুন শতবর্ষ, শিল্পে হাজার ▪ ৩২৯

কবিতা সংগ্রহ

মোহাম্মদ নূরুল হক ▪ শামীম রেজার কবিতা : বিষয় ও প্রকরণ ▪ ৩৩৫
হানযালা হান ▪ নক্ষত্রখচিত পঙ্‌ক্তিমালা ▪ ৩৪২
জব্বার আল নাঈম ▪ নব্বইয়ের উপাখ্যান ও শামীম রেজার কবিতা ▪ ৩৪৮

ভারতবর্ষ

মাহমুদ শাওন ▪ ভারতবর্ষ : ইতিহাসের অসমাপ্ত ভ্রমণ ▪ ৩৫৭

বনানী চক্রবর্তী

শামীম রেজার কবিতা : পাথরচিত্রে হৃদয়গাথা

ও পরাণী দেখেছো কি? মথুরার মাঠে বসে তুমি নির্জন
সাঁকোর শরীর এলিয়ে আমি
কলমি শাবক

সাঁকোর শরীর এলিয়ে কলমি শাবক হয়ে গ্রামবাংলার বুনো গন্ধ নিয়ে নব্বই দশকে আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল এক তরুণ কবির, যাঁর ঐতিহ্যে বরিশাল হলেও বরিশাল বলতে যাঁর কথা প্রথমেই মনে পড়ে যায়, হ্যাঁ, আমি কবি জীবনানন্দ দাশের কথা বলছিলাম, তাঁর প্রভাবমুক্ত হয়ে, পূর্বসূরির কিছু শব্দবন্ধ কারুকাজ মননে জারিত করে প্রথম যৌবনের উৎসব প্রাঙ্গণে এসেছিলেন। পূর্বসূরির অন্ধ অনুসরণ থেকে দূরে নিজস্ব কথন ভঙ্গিমায়, শব্দ নির্মাণে, প্রেম, আঘাত, বাস্তবতা, ইতিহাস, পুরাণ, প্রকৃতিকে নিজের মতো করে মাটি জল গাছ লতাপাতা ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, ধর্মদর্শনকে সম্পৃক্ত করে নিয়ে কবিতার নতুন বিশ্ব রচনা করলেন। সে বিশ্বে কবি জসীমউদ্‌দীন, শামসুর রাহমান, জীবনানন্দ দাশ কিংবা বিনয় মজুমদার উঁকি দিল কখনো মনে হওয়ার আগেই 'আমরা বেড়েছি স্যাঁতসেঁতে পিছলা আস্তিনের কচুরিপানা জলে' এই উচ্চারণ আমাদের কবির নিজস্ব ভুবনে নিয়ে যাবে। আমরা হাত ধরে ফেলব ভূমিস্বর্গের কবি শামীম রেজার।

সচেতন গোছানো শব্দ কেটে জুড়ে, বাক্যবন্ধ তুলে এনে জোড়-কলম ঘটিয়ে, কিংবা ছন্দের স্রোতে যাবতীয় দুর্বলতা ভাসিয়ে কেয়ারি করা ফুলের বাগান গড়ে তোলেননি শামীম তাঁর কাব্যভুবনকে, অগণিত কবির অসংখ্য কাব্যগ্রন্থের ভিড়ে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না তাঁর 'প্রতিভা সন্তরণ, এমন রাত্তির শেওলি চোখ'।

এ কথা জনান্তিকে বলে রাখি শামীম নব্বই দশকে কবিতা লিখতে শুরু করেছেন, ১৯৯০ থেকে ২০০১-এর অনুভূতিমালা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'পাথরচিত্রে নদীকথা'। এরপর একে একে 'নালন্দা দূর বিশ্বের মেয়ে' (২০০৪), 'যখন রাত্তির নাইমা আসে সুবর্ণনগরে' (২০০৬), 'ব্রহ্মাণ্ডের ইসকুলে' (২০০৯), 'শামীম রেজার কবিতা' (২০১২), 'হৃদয়লিপি' (২০১৪) বা

'দেশহীন মানুষের দেশ' (২০১৮) থেকে চর্যালোক তাঁর স্বতন্ত্র যাত্রা অব্যাহত থেকেছে। পেয়েছেন অসংখ্য পুরস্কার।

যদি প্রথম কাব্যগ্রন্থের দিকে তাকাই, তবে দেখব—শুধু স্থানিক সংকট, আত্মিক সংকট নয়, পূর্বাপর কবিতার ঐতিহ্য ধারণ করে আছে যেমন তাঁর কবিতা, সময়ের সংক্রমণও তাঁকে পিছু ছাড়েনি। ইতিহাস পুরাণের অধীত জ্ঞানের স্বাক্ষর নিয়ে বিশ্বযুদ্ধপরবর্তী পৃথিবীর হতাশা, নিরাশ্বাস, বিজ্ঞানভাবনা, যৌনচেতনা, যন্ত্রের জয়যাত্রা, সাম্যবাদ, পুঁজিবাদ, নাস্তিকতা, আত্মকেন্দ্রিক মধ্যবিত্তের পলায়ন মনোবৃত্তি, এবং সর্বোপরি বিশ্বকে হাতের মুঠোয় পেতে টেলিভিশন যুগ পেরিয়ে কম্পিউটার, ইন্টারনেট সবটুকু অভিজ্ঞতা সঙ্গে করে নিয়ে কবিতার সঙ্গে হাঁটা শুরু করেছিলেন কবি শামীম। কিন্তু সে ক্ষেত্রে অন্ধ অনুকরণ বা অনুসরণ নয়, জীবনের অনিবার্যতার বিচ্ছিন্ন দ্বীপে বাস করে, বাধ্যত পরিত্যক্ত জীবনকে ভোগ করে, শুভকামিতার হাত ধরতে চেয়েছেন। শিকড়ের দিকে ফিরতে চেয়েছেন। হয়তো ব্যক্তিগত জীবনে মানুষের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে থাকার স্বভাবধর্মে, প্রেমধর্মেই এই কলমের ধারা।

শামীমের কবিতা পাঠ করলে, একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায়, শামীম কবিতা লিখতে চাননি, সাজানো গোছানো মনভোলানো কবিতা লিখতে চাননি। যা জীবন দিয়ে অনুভব করেছেন, উপলব্ধি করেছেন সেই ক্ষরণকে কলমে ধারণ করেছেন। সকলের কাছে বিষয়টি জীবন্ত ও স্পষ্ট করে তুলতে যতটুকু প্রকৃতি, ইতিহাস, পুরাণ, মিথ, জগৎ জীবনকে ছুঁতে হয় ঠিক ততটুকুই ছুঁয়েছেন। ভেতরের সংবেদনশীল মন, উদার মন, ক্ষমাশীল মন, প্রেমিক মন উদার আকাশের কাছে যে কথা প্রতিনিয়ত প্রকাশ করে, নিজেকে মিশিয়ে দিতে চায়, ঠিক সেই কথাগুলোই, একান্ত সৎ অনুভূতিগুলোকেই কলমবন্দি করেছেন। তাই তার কবিতায় পৃথিবীর সংকীর্ণতা, দৈন্যতা, ঈর্ষা, হীনতা, নীচতার আলতো ইঙ্গিত দিয়ে তার পাশ কাটিয়ে চলে গেছেন। ঘৃণা সন্দেহের তীব্রতা দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করেননি, নিজেও থেকেছেন অমলিন। ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে বলা হয় তিনি সমাজের ক্রূর, স্বার্থান্বেষী, শঠ মানুষের ছবি আঁকতে অপারগ। বলা হয় এটা তাঁর সীমাবদ্ধতা। শামীমের ক্ষেত্রে বলতে পারি, বিভূতিভূষণের মতো তিনিও সেই শ্রেণির মানুষ ও সমাজ পরিবেশের ছবিকে আলতো করে স্পর্শ করে পাশ কাটিয়ে যান, পাঠকের কাছে রোম সমাজ নীরোর মতোই লেলিহান আগুনশিখা কবলিত প্রাসাদে বসে বাঁশি বাজান। সত্য ও সুন্দরকে ছুঁয়ে থাকতে চান।

এ কথা আর বলব কী নতুন করে, আমাদের অনুভূতি যেখানে বেদনাকে ছুঁয়ে যায় সম্পূর্ণত, সেখানেই হৃদয়ের বীণার তারে ঝংকার ওঠে। সাত সুরে কোমল ভৈরবী বেজে ওঠে। আমরা আমাদের খুঁজে পাই। হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগানোই বুঝি সব সেরা শিল্পের কারসাজি। তাই, আত্মকথন যখন বেদনার সেই তারে স্পর্শ করে দেয়, যে তার সেই গোপন ব্যথার মতো, সচেতন মন লুকিয়ে রাখে